[Visit Adhunikitihas.com to Learn More]

West Bengal School Service Commision

ইতিহাস অনার্স (পি. জি.) প্রশ্নপত্র ১৯৯৯

(পরীক্ষার্থীর স্মৃতি থেকে সংগৃহীত)

1. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধের উত্থানের কারণগুলি চিহ্নিত করো।

উত্তর:- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধের উত্থানের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ গুলি হল – **(ক)** শোন, গণ্ডক ও গঙ্গা নদী এবং মগধের পূর্বাঞ্চল হস্তী সংকুল ঘন অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় মগধের নিরাপত্তা ছিল সুদৃঢ়। **(খ)** কৃষি, বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মগধের আর্থিক ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়। **(গ)** মগধের রাজন্যবর্গ এবং মন্ত্রীদের সুদক্ষ ও ধারাবাহিক নেতৃত্ব।

2. জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্যগুলির উল্লেখ করো।

উত্তর:- জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে। যেমন – **(ক)** জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মতো বাস্তববাদী নয় এবং গৃহীর পক্ষে জৈনধর্ম পালন করা খুবই কঠিন। **(খ)** বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনদের অহিংসার আদর্শ কঠোর। **(গ)** জৈনরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় বিশ্বাসী, বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন 'মধ্যপন্থা'য়। **(ঘ)** জৈনধর্মে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধধর্মে তা নেই। **(ঙ)** বৌদ্ধধর্মে সংঘ অপরিহার্য হলেও জৈনধর্মে তা নয়।

3. অশোকের শিলালিপিগুলি সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

উত্তর:- অশোকের শিলালিপিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা – পর্বতলিপি, স্তম্ভলিপি এবং গুহালিপি। তাঁর শিলালিপিগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মীলিপি ও পালি ভাষায় রচিত। খরোষ্ঠী, গ্রিক ও অ্যারামাইক লিপি এবং প্রাকৃত ও গ্রিক ভাষাতেও তাঁর বেশ কিছু লিপি পাওয়া গেছে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেন। এগুলি তাঁর আমলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

4. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের ধম্ম কতটা দায়ী ছিল?

উত্তর:- অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অভ্যাসও বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। নতুন ধর্মাদর্শের সঙ্গে রাজপরিবারের চিরাচরিত প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলি অসংগত বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। অশোকের ধর্মীয় পরিবর্তন তাঁর রাষ্ট্রনীতি এবং অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখা যায় অশোকের এই ধর্মবিজয়ের নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক দিক থেকে এই সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

5. 'সুলতানি' রাষ্ট্রকে কি যাজকতন্ত্র বলা যায়?

উত্তর:- প্রায় ৩০০ বছরের সুলতানি শাসনকে যাজকতন্ত্র বা ধর্মাশ্রয়ী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব, ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্মাশ্রয়ী আখ্যা দিলেও কুরেশী, কে এম আশরফ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সুলতানি শাসনকে ধর্মাশ্রয়ী বলতে নারাজ। তাদের মতে, সুলতান যদিও ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনেতা ও ধর্মনেতা, কিন্তু ধর্মনেতা হিসেবে কোনো সুলতানই কোরানের নির্দেশ মেনে চলেননি। তারা ইসলাম ধর্মকে শ্রদ্ধা করলেও শাসনকার্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতেন। তারা উলেমাদের প্রভাব খর্ব করে সুলতানের স্বৈরাচারীতাকেই প্রাধান্য দিতেন। তাই সুলতানি রাষ্ট্রকে যাজকতন্ত্র বলা যায় না।

6. আকবরের শাসননীতিতে শেরশাহের প্রভাব নির্ধারণ করো।

উত্তর:- আকবর তাঁর শাসনব্যবস্থায় শের শাহ প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতা, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, শাসনতান্ত্রিক বিভাজন, জমি জরিপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঋণদান প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকে শের শাহকে 'আকবরের অগ্রদূত' বলে থাকেন। তাসত্ত্বেও বলতে হয় যে, আকবরের ব্যবস্থাগুলি ছিল অনেক বেশি উন্নত ও প্রাণবন্ত এবং তাতে মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার ছাপ ছিল অতি স্পষ্ট।

7. আকবর কি একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন?

উত্তর:- আকবরের সমকালীন ঐতিহাসিক বদাউনি দীন-ই-ইলাহী-কে একটি নতুন ধর্মমত বলে অভিহিত করলেও তা ঠিক নয়। এই ধর্মে কোনো দেবতা, দেবমন্দির, ধর্মপুস্তক প্রভৃতির উল্লেখ নেই। বিভিন্ন ধর্মের উদার

মতাদর্শগুলি গ্রহণ করে তিনি এক 'জাতীয়' জীবনদর্শন গড়তে চেয়েছিলেন, যাতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও জনগণ একটি সাধারণ বেদীতে মিলতে পারে।

৪. মনসবদারি প্রথা বলতে তুমি কী বোঝো?

উত্তর:- মোগল আমলে সামরিক ও বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল আকবর-প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা। এই প্রথা অনুসারে সাম্রাজ্যের সকল পদস্থ কর্মচারী বেসামরিক ও সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য ছিলেন। তাদের বলা হত 'মনসবদার'। প্রত্যেক মনসবদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সেনা ও ঘোড়া রাখতে হত এবং পদমর্যাদা অনুসারে তাঁদের বেতন স্থির হত। যুদ্ধকালে তাঁরা সম্রাটকে সেনা সরবরাহ করতেন।

9. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠাদের পরাজয়ের প্রধান কারণগুলি কী ছিল?

উত্তর:- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ছিল না। রণকৌশল, সামরিক দক্ষতা, নেতৃত্ব, সংগঠন, সেনাদলের শৃঙ্খলা কোনো দিক থেকেই মারাঠারা আফগানদের সমকক্ষ ছিল না। তাছাড়া, মারাঠা সেনাপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মারাঠা নেতৃবৃন্দের আত্মকলহ এবং পেশোয়ার বেশ কিছু ভ্রান্তি মারাঠাদের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

10. উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে 'অবশিল্পায়ন' বলতে কী বোঝো?

উত্তর:- ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সর্বাপেক্ষা কুফল হল ভারতের চিরাচরিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটিরশিল্প বা হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধন। এই ঘটনা অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ভারত ইংল্যান্ডের কলকারখানায় তৈরি পণ্যের খোলাবাজারে পরিণত হয়, ভারত থেকে ইংল্যান্ডে কাঁচামাল রপ্তানি হতে থাকে, ভারতের বেকার কারিগরেরা তাদের চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে কৃষিতে ভিড় করে।

11. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ কি ভারতবর্ষের 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ'?

উত্তর:- বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করলেও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এটি প্রথম নয়, জাতীয় নয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামও নয়। এই বিদ্রোহ ভারতের অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। বহু ভারতীয় রাজা, শিখ ও গোর্খারা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করে। এই বিদ্রোহের পূর্বে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

12. কে এবং কেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর:- বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে (১৮৩০ খ্রি.) 'ব্রাহ্ম সমাজ' নাম ধারণ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পৌত্তলিকতা পরিহার করে নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা। বস্তুত তিনি একেশ্বরবাদকে সামনে রেখে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বধর্ম সমন্বয় ।

13. ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধির উত্থানের গুরুত্ব চিহ্নিত করো।

উত্তর:- ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। **(ক)** গান্ধিজি রাজনীতিকে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা থেকে দরিদ্রের কুটিরে পৌঁছে দেন। **(খ)** শ্রমিক, কৃষক, পুঁজিপতি, ছাত্র, মহিলা সকলকে একত্রিত করে তিনি যথার্থ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। **(গ)** তিনি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন। **(ঘ)** হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, চরকা, গ্রামীণ পুনর্গঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতির কথা বলে তিনি জাতীয় জীবনে নতুন চেতনার সঞ্চার করেন।

14. কোন বছর পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়? এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কী ছিল?

উত্তর:- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবেই সর্বপ্রথম পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি করা হয়, যা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবে ইন্ধন জোগায় এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনের পথ প্রশস্ত করে।

15. ফরাসি বিপ্লবের কালে সন্ত্রাসের রাজত্ব কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল?

উত্তর:- ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজার প্রাণদণ্ডের পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিদেশি শক্তিজোট ফ্রান্স অভিমুখে অগ্রসর হয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বিপ্লবীরা